মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫২৩৩

পর্ব-২৬: মন-গলানো উপদেশমালা (كتاب الرِّقَاق)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ - গরীবদের ফযীলত ও নবী (সা.) -এর জীবন-যাপন

الفصل الاول - (بَابُ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ وَمَا كَانَ مِنْ عَيْشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

আরবী

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخلهَا النِّسَاء» . مُتَّفق عَلَيْهِ

متفق علیہ ، رواہ البخاری (6547) و مسلم (93 / 2736)، (6937) ـ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

বাংলা

৫২৩৩-[৩] উসামাহ্ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আমি জান্নাতের দ্বারে দাঁড়াই, দেখলাম; যারা তাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই গরীব-মিসকীন। আর বিত্তবান-সম্পদশালী লোকেরা আটকা পড়ে আছে। তবে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর আমি জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়াই তখন (দেখলাম) তাতে যারা প্রবেশ করছে। তাদের অধিকাংশ নারী সম্প্রদায়। (বুখারী ও মুসলিম)

ফুটনোট

সহীহ : বুখারী ৫১৯৬, মুসলিম ৯৩-(২৭৩৬), সহীহুল জামি ৪৪১১, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৩১৯১, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৫৮৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৯২।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: জান্নাতের দরজায় রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর দাঁড়ানো স্বপ্নযোগে হয়েছিল। কেউ বলেছেন, এটা মিরাজের রাত্রিতে হয়েছিল। কেউ আবার কাশফের মাক্বামের কথা উল্লেখ করেছেন।
(أَصْحَابُ الْجَدِّ) হলো(أَرْبَابُ الْغِنَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْأَغْنِيَاءِوَالْأُمَرَاءِ) অর্থাৎ, মু'মিন সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ এবং প্রাচুর্যশালী আমীর-উমারাগণ। এরা আটকা পড়ে থাকবে তাদের অঢেল সম্পদের দীর্ঘ হিসাবের প্রতিক্ষায়। আর গরীবেরা সামান্য সম্পদের হিসাব দ্রুত দিয়ে ধনীদের পাঁচশত বছর আগেই জান্নাতে চলে যাবে। ঐ দিকে কাফির মুশরিকদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।
এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মু'মিনদের মধ্যকার জান্নাতী হবে দু'প্রকার। এক প্রকার দ্রুত জান্নাতে প্রবেশ করবে, অন্যদল আটকা পড়ে থাকবে। অতঃপর দীর্ঘ হিসাব-নিকাশের পর তাদের জান্নাতের ব্যবস্থা হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১১ খণ্ড, ৪৭১ পৃ., হা. ৬৫৪৭; শারহুন্ নাবাবী ১৭ খণ্ড, ১৫ পৃ., হা, ২৭৩৬; আল কাশিফ ১০ম খণ্ড, ৩৩১০)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ উসামাহ ইবনু যায়দ (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=85212

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন